সংবাদ

তারিখ ... 25 MAR 2009 ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভুয়া ভর্তির মূল হোতাদের ধরতে হবে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময়ে অবৈধভাবে ভর্তি হওয়া ভুয়া শিক্ষার্থীদের ক্লাসে ফেরার খবর ছেপেছে একটি সহযোগী দৈনিক। আইনের ফাঁক গলে তারা ছাত্রত্বের বৈধতা ফিরে পাচ্ছে। অবৈধভাবে ভর্তি হওয়া ২৩২ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৮৭ জন উচ্চ আদালতে রিট পিটিশন দায়ের করে ইতোমধ্যে ক্লাসে ফিরেছে। এদের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। বাকিরাও ক্লাসে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এদিকে ভুয়া ভর্তির সঙ্গে জড়িত চক্রটি সক্রিয় হয়ে উঠেছে আবার। বিভিন্ন কোটায় শিক্ষার্থী ভর্তিকে টার্গেট করে তারা সক্রিয় হচ্ছে।

বহু বছর ধরেই ঢাবিতে কম-বেশি ভুয়া ভর্তির ঘটনা ঘটছে। তবে ২০০৬ সালে লোক প্রশাসন বিভাগে ১১ জন ভুয়া শিক্ষার্থী ধরা পড়লে বিষয়টি জানাজানি হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তখন ১১ সদস্যের একটি তথ্যানুসন্ধান কমিটিও গঠন করে। সেই কমিটির ১২টি প্রতিবেদনের সুপারিশের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট এ পর্যন্ত অবৈধ প্রক্রিয়ায় ভর্তি হওয়া ২৩২ জন শিক্ষার্থীর ভর্তি বাতিল করে। সাময়িক বরখাস্ত করা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯ কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে এবং এর সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। এছাড়াও মামলা করা হয় আরও ৮ জন বহিরাগতের বিরুদ্ধে। তবে এখনও মামলাগুলোর চার্জশিট দেয়া হয়নি। পরে অভিযুক্তরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি চেয়ে আবেদন করেছিল। কর্তৃপক্ষ সে আবেদন আমলে না নিলেও তারা হাল ছাড়েনি।

কয়েক বছর ধরে ঢাবিতে ভুয়া ভর্তির বিরুদ্ধে অভিযান চলছে। অথচ এর কোন সুরাহা হয়নি এখনও। জানা গেছে, ১৯৯০ সালের পর থেকেই ভুয়া ভর্তির চক্র সম্পর্কে তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়। সব সরকারের আমলেই চক্রটি একটি বিশেষ রাজনৈতিক মহলের মদদ পেয়ে আসছে। চারদলীয় জোট সরকারের সময়ে চক্রটি আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কিছু কর্মকর্তা-কর্মচারীর যোগসাজশে তারা বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীকে ভর্তি করায়। রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার কারণেই তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এছাড়া অবৈধভাবে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের বেশিরভাগই কোন না কোন ছাত্র সংগঠনের রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এর সঙ্গে অনুষদগুলোর ডিন, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, হল প্রভোস্ট ও ভর্তি শাখার কর্মকর্তার সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগও রয়েছে। কিন্তু অবৈধ ভর্তি সংক্রান্ত তথ্যানুসন্ধান কমিটি দায়সারাভাবে কিছু কর্মকর্তাকে বহিষ্কার করেছে মাত্র। তদন্ত কমিটি এখনও ডিন অফিস, চেয়ারম্যানদের দপ্তর ও হল অফিসের কাউকে শনাক্ত করতে পারেনি। দেখেশুনে মনে হচ্ছে, অবৈধ ভর্তি প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত মূল চক্রটি এখনও ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেছে। এ পর্যন্ত হওয়া মামলাগুলোর চার্জশিট না দেয়াও রহস্যজনক।

এ ব্যাপারে ঢাবি কর্তৃপক্ষের অবহেলাও চোখে পড়ার মতো। ভুয়া ছাত্রত্ব প্রমাণ হওয়ার পরও মামলা পরিচালনায় দুর্বলতা ও উদাসীনতার কারণে এ পর্যন্ত একটি মাত্র শুনানি হওয়া মামলায় কর্তৃপক্ষ হেরে যায়।

ভুয়া ভর্তির কারণে প্রকৃত মেধাবীদের অনেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ভুয়া ভর্তির সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস ও টেন্ডারবাজির যোগসূত্র রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থিতিশীল পরিবেশের জন্য এটা বহুলাংশে দায়ী।

ভুয়া ভর্তির সঙ্গে জড়িত চক্রটিকে কঠোরভাবে প্রতিহত করতে হবে। এদের আইনগতভাবে মোকাবেলা করতে হবে। এর পেছনের শক্তিটিকেও খুঁজে বের করা জরুরি। এদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এসব কাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম সিন্ডিকেট তথ্যানুসন্ধান কমিটির কার্যক্রমকে পুনরুজ্জীবিত করা দরকার।

দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের গোড়ায় গলদ থাকলে উচ্চ শিক্ষা ব্যাহত হবে। এর প্রভাব অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও পড়তে পারে। শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য দূর করার স্বার্থে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভুয়া ভর্তি প্রতিরোধ করা জরুরি।